গণশক্তি আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে

থ্যালাসেমিয়া ঠেকাতে রাজ্যে আইন চালুর দাবি প্রতিবন্ধীদের

কলকাতায় রক্তদানের সমাবেশে দেহদান, চোখদানও

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর– করোনাকালে লকডাউন পর্ব থেকেই রাজ্যের সমস্ত ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের হাহাকার। হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের এই পরিস্থিতিতে সব থেকে খারাপ অবস্থা। এই মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়াতে এবার এগিয়ে এলেন প্রতিবন্ধীরা। বৃহস্পতিবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ধর্মতলার রানি রাসমণি রোডে রক্তদানের আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী। সেই শিবিরেই মুর্শিদাবাদ থেকে বীরভূম, কলকাতা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্যের সব জেলার প্রতিবন্ধীরা এসে রক্তদান করলেন। ৭০০ জনের মতো রক্তদাতা এ দিন দান করেছেন রক্ত। শুধু রক্তদান নয়, পাশাপাশি মরণোত্তর দেহদান ও চোখদানের জন্যও শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদানে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রক্তদাতাদের উৎসাহ দেন সাক্ষরতা সহ নানা সামাজিক আন্দোলনের সংগঠক বিমান বসু। ছিলেন কুলতলির বিধায়ক রামশঙ্কর হালদার, থ্যালাসেমিয়া রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক নব্যেন্দু হোমচৌধুরি, সংগঠনের নেতা সাম্য গাঙ্গুলি, অনির্বাণ মুখার্জি, প্রবীর সাহা প্রমুখ।

এদিন বিমান বসু বলেন, যাঁরা স্বাভাবিক মানুষ, তাঁদের মধ্যেই রক্তদান নিয়ে অনেক সময়ে অনীহা দেখা যায়। উৎসব বা গ্রীষ্মকালে রক্তের সঙ্কট তৈরি হয়। সবাইকেই বুঝতে হবে, রক্তদান করলে শরীরের ক্ষতি হয় না, বরং উপকার হয়। এমন অবস্থায় শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষজন এমন উদ্যোগ নিয়েছেন ও যেভাবে তাতে সাড়া মিলছে, রক্তদানে তা খুবই ভালো ঘটনা। তিনি আরও বলেন, থ্যালাসেমিয়া একটু সচেতন হলেই অনেকটা আটকানো সম্ভব। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর থ্যালাসেমিয়া আছে কি না, রক্ত পরীক্ষা করিয়ে জেনে নেওয়া দরকার। সেই মতো আগামী দিনে সন্তানের পরিকল্পনা করতে হবে চিকিসকদের সঙ্গে আলোচনা করে। তবেই এই রোগ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা যাবে।

কান্তি গাঙ্গুলি এ দিন বলেন, ‘‘দেশ ও এ রাজ্য থেকে থ্যালাসেমিয়া নির্মূল করাই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এ বিষয়ে রাজ্যে একটা আইন দরকার। তাতে কোনও খরচ নেই। আমি বহুবার চিঠি দিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীকে। দুঃখজনক যে, তিনি কোনও উত্তরই দেননি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ‘দুয়ারে সরকার’ প্রকল্প। আমাদের প্রতিবন্ধী ভাইবোনরা নিজেদের এলাকায় এই শিবিরগুলিতে যাবেন। তাঁরা তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিবন্ধী শংসাপত্র ও ভাতার দাবি জানাবেন। সেগুলি না পেলে আগামী দিনে বিডিও অফিসগুলিতে প্রতিবন্ধী মানুষজন বিক্ষোভে শামিল হবেন। এ ছাড়াও তিনি এ দিন ঘোষণা করেন, আগামী ২৩ জানুয়ারি মুকুন্দপুরে যে প্রতিবন্ধী ভিলেজ আছে, সেখানেই থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য একটি ইউনিট চালু করা হবে। দায়িত্বে থাকবেন চিকিৎসক নব্যেন্দু হোমচৌধুরি।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় রক্তদান শিবিরে বলছেন বিমান বসু।

এ দিন বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামশঙ্কর হালদারও। তিনি এই শিবিরের সাফল্য কামনা করেন। তিনি জানান, বিধানসভার অধিবেশন বসলে প্রথমেই তিনি থ্যালাসেমিয়া রোধ করা নিয়ে আইন তৈরির প্রস্তাব আনবেন অধিবেশনে।

এ দিন থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা ও রাজ্যে এ বিষয়ে আইন চালুর দাবি জানিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকেই একটি করে সুদৃশ্য ছাতা দেওয়া হয়।

ক্যাপশন: বৃহস্পতিবার কলকাতার রানি রাসমণি রোডে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনী আয়োজিত রক্তদান, দেহদান ও চোখদান শিবিরে বলছেন বিমান বসু। রয়েছেন কান্তি গাঙ্গুলি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।